52

দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 4 FEB 1996
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ১

রাজশাহী মহানগরীতে স্কুলে ভর্তি সমস্যা প্রকট

রাজশাহী অফিস ॥ প্রায় সাত লক্ষ অধিবাসী অধ্যুষিত রাজশাহী মহানগরীর পাঁচটি সরকারী হাইস্কুলে বিভিন্ন ক্লাসে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি সম্পন্ন হইয়াছে। কিন্তু আসনের চাইতে প্রার্থীর সংখ্যা বেশী থাকায় বহু অভিভাবক তাহাদের সন্তান-সন্ততিদের এইসব স্কুলে ভর্তি করাইতে পারেন নাই। তাঁহারা এখন বেসরকারী স্কুলের দিকে ছুটিতেছেন। কিন্তু এই মহানগরীতে ছাত্র-ছাত্রীর তুলনায় বেসরকারী স্কুলের সংখ্যা নিতান্ত কম। এগুলির আসনও সীমিত।

সরকারী হাইস্কুলগুলিতে আসন সংখ্যার চাইতে ভর্তিচ্ছু প্রার্থীর সংখ্য ছিল তিন/চার গুণ বেশী। সরকারী ল্যাবরেটরী হাইস্কুলে আসন না থাকায় ৭ম ও ৮ম শ্রেণীতে এ বছর কোন নূতন ছাত্র ভর্তি করা হয় নাই। সরকারী সিরোইল হাইস্কুলে ৪র্থ ও ৯ম শ্রেণীতেও কোন বাহিরের ছাত্র ভর্তি হইতে পারে নাই। রাজশাহী মহানগরীতে সরকারী গার্লস হাইস্কুল মাত্র দুইটি। এই দুইটি স্কুলের মধ্যে পিএন গার্লস হাইস্কুলে ১ম শ্রেণী ছাড়া অন্য কোন শ্রেণীতে এবার ছাত্রী ভর্তি করা হয় নাই। ১ম শ্রেণীতে আসনসংখ্যা ছিল ১৪০টি। প্রার্থী ছিল ৩৪৬ জন। অপর সরকারী গার্লস হাইস্কুল হেলেনাবাদে ৭ম, ৮ম ও ৯ম শ্রেণীতে কোন নূতন ছাত্রী ভর্তি করা হয় নাই।

সরকারী হাইস্কুলগুলির অধিকাংশে ডাবল শিফট চালু আছে। কিন্তু দুই শিফট চালু করা সত্ত্বেও ছাত্র/ছাত্রী ভর্তির সমস্যা সমাধান করা সম্ভব হয় নাই। সরকারী পিএন গার্লস হাইস্কুল শহরের মধ্যখানে অবস্থিত হওয়ায় এখানে ছাত্রী ভর্তির চাপ বেশী। কিন্তু সুযোগ-সুবিধা সীমিত। এই স্কুলে ছাত্রী হোষ্টেল নাই। অন্যদিকে সরকারী হেলেনাবাদ গার্লস হাইস্কুলে এ পর্যন্ত ডাবল

(৪র্থ পৃঃ দ্রঃ)

রাজশাহী স্কুলে ভর্তি সমস্যা

(৩য় পৃঃ পর)

শিফট চালু হয় নাই। রাজশাহী মহানগরীতে বেসরকারী হাইস্কুল ও জুনিয়র হাইস্কুলের সংখ্যা যথাক্রমে ৩১ ও ৩টি। এইসব স্কুলে ভর্তির চাপ থাকিলেও আসনসংখ্যা আভ্যন্তরীণ সঙ্কটে বৃদ্ধি পাইতেছে না। বিজ্ঞান শাখা লইয়া বেশী অসুবিধায় পড়িতে হয়। এইসব বেসরকারী স্কুলেও পরীক্ষার মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি করা হইতেছে। একটি বেসরকারী স্কুলে প্রত্যেক শ্রেণীতে দুইটি করিয়া সেকশন খোলা হইয়াছে। কিন্তু শ্রেণীকক্ষ ও শিক্ষকের অভাবে প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও তাহাদের পক্ষে আর সেকশন খোলা সম্ভব হইতেছে না। ৪৭টি সরকারী প্রাথমিক স্কুলেও ঠাঁই নাই ঠাঁই নাই অবস্থা। প্রায় প্রত্যেক প্রাইমারী স্কুলে আসবাবপত্র ও শিক্ষকের অভাব লাগিয়া আছে। সীমিত সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রীকে স্কুলগুলিতে পড়ানো হয়।

নগরীতে বেসরকারী প্রাথমিক স্কুল রহিয়াছে ১১টি। এগুলিতে সমস্যার অন্ত নাই। প্রায় পঞ্চাশটি কিণ্ডারগার্টেন গড়িয়া উঠিয়াছে। এইসব স্কুলে বেতন বেশী হওয়ায় অবস্থাপন্ন মানুষ ছাড়া কেহ ছেলে-মেয়েদের ভর্তি করাইতে পারে না। অভিযোগ আছে যে, কেজি স্কুলে বেশী বেতন নিয়াও ভাল পড়ানোর ব্যবস্থা হয় না।